যুব বার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বর্ষ: ২১ ▪ সংখ্যা: ৬১ ▪ জানুয়ারি ২০২৬

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিদর্শন

দক্ষ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জনবলই যুব উন্নয়নের প্রধান শক্তি : যুব উন্নয়ন একাডেমিতে যুব ও ক্রীড়া সচিব

৪৮ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪র্থ ব্যাচের উদ্বোধন

সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর ঢাকা জেলা কার্যালয় পরিদর্শন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল এর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন

সফল আত্মকর্মী
মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম

যুব বার্তা

বর্ষ: ২১ ▫ সংখ্যা: ৬১ ▫ জানুয়ারি ২০২৬

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক
এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

সহকারী সম্পাদক
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৬)

অলংকরণ
মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
শাহানাজ আহাম্মেদ সাথী
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

আলোকচিত্র
মোঃ লুৎফর রহমান

সম্পাদকীয়

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) প্রসঙ্গে

রাষ্ট্র পরিচালনার বিশাল কাঠামোর ভেতরে সরকারি কর্মচারীরা প্রতিদিন নীরবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ফাইলের পর ফাইল, সিদ্ধান্তের পর সিদ্ধান্ত, সেবা প্রদানের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, সবকিছুর পেছনে রয়েছে মানুষের শ্রম, সততা ও দক্ষতা। কিন্তু এই কর্মজীবনের মূল্যায়ন কীভাবে হয়? কে নির্ধারণ করে কে কতটা দায়িত্বশীল, কে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে যে বিষয়টি নীরবে গভীরভাবে কাজ করে, সেটিই বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (Annual Confidential Report-ACR)।

এসিআর: শুধু কাগজ নয়, একটি কর্মজীবনের প্রতিচ্ছবি

এসিআর কোনো সাধারণ ফরম নয়। এটি একটি পূর্ণ বছরের কর্মসম্পাদনের সারসংক্ষেপ, যেখানে একজন সরকারি কর্মচারীর পেশাগত আচরণ, দায়িত্ববোধ, সময়ানুবর্তিতা, নেতৃত্বগুণ, সততা ও জনসেবার মান বিচার করা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কলমে লেখা এই প্রতিবেদন অনেক সময় কর্মচারীর ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়; নীরবে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে।

পদোন্নতির নীরব সোপান

সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি কখনোই হঠাৎ ঘটে না। এর পেছনে থাকে বছরের পর বছর জমে ওঠা এসিআর। ধারাবাহিকভাবে ভালো এসিআর একজন কর্মচারীর জন্য খুলে দেয় নতুন দরজা; উচ্চতর পদ। বৃহত্তর দায়িত্ব ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রবেশের সুযোগ। আবার একইভাবে, একটি খারাপ বা অসন্তোষজনক এসিআর বহু বছরের পরিশ্রমকে থমকে দিতে পারে। ফলে এসিআর হয়ে ওঠে কর্মজীবনের নীরব সোপান।

দায়িত্ববোধ ও কর্মসংস্কৃতি গঠনের হাতিয়ার

এসিআরের অন্যতম বড় ভূমিকা হলো কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। প্রত্যেকে জানেন যে বছরের শেষে তাঁর কাজের মূল্যায়ন হবে, এই উপলব্ধি কর্মচারীদের করে তোলে আরও সচেতন। অফিসে সময়ানুবর্তিতা, ফাইল নিষ্পত্তির গতি, নাগরিক সেবায় ভদ্রতা; সবকিছুর ওপর পড়ে এসিআরের প্রভাব। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মসংস্কৃতি, যা একটি কার্যকর প্রশাসনের পূর্বশর্ত।

সততা ও নৈতিকতার নীরব প্রহরী

এসিআরের সবচেয়ে সংবেদনশীল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সততা মূল্যায়ন। একজন কর্মচারী কতটা সৎ, কতটা নিরপেক্ষ, কতটা বিধিবদ্ধ আচরণে বিশ্বাসী, এসব বিষয় এখানে প্রতিফলিত হয়। এই কারণে এসিআর দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক ধরনের নীরব প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। ভালো এসিআর মানে শুধু দক্ষতা নয়, নৈতিকতার স্বীকৃতিও।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের আয়না

এসিআর কেবল ভালো-মন্দের বিচারেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি কর্মচারীর দুর্বলতা ও সম্ভাবনাকেও চিহ্নিত করে। কোথায় প্রশিক্ষণ দরকার, কে নেতৃত্ব বিকাশের উপযুক্ত, এসব সিদ্ধান্তে এসিআর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। আধুনিক প্রশাসনে তাই এসিআরকে মানবসম্পদ উন্নয়নের কৌশলগত দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

বদলি ও গুরুত্বপূর্ণ পদায়নে ভূমিকা

সংবেদনশীল বা গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এসিআর বিশেষ গুরুত্ব পায়। একটি ভালো এসিআর মানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আস্থার স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাচ্ছেন এমন কেউ, যিনি দক্ষ, সৎ এবং পরীক্ষিত।

সীমাবদ্ধতা ও আত্মসমালোচনার প্রয়োজন

তবে এসিআর ব্যবস্থাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে –

- ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রভাব
- অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা
- প্রকৃত কর্মদক্ষতার পুরোপুরি প্রতিফলন না হওয়া

এই সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন আরও বস্তুনিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। প্রযুক্তিনির্ভর পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেইজাল ও বহুমাত্রিক মূল্যায়ন যুক্ত হলে এসিআর আরও কার্যকর হতে পারে।

শেষকথা

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) নিঃশব্দে কাজ করে, কিন্তু এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এটি একজন সরকারি কর্মচারীর কর্মজীবনের দিকনির্দেশনা দেয়। প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনে এবং জনসেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত এসিআর ব্যবস্থা ছাড়া দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব প্রশাসন কল্পনা করা কঠিন।

এম এ আখের
সম্পাদক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর কার্যক্রম সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিদর্শন

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি অধিদপ্তরের বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সাথে মতবিনিময় ও যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় মিলিত হন।

সভায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানসহ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং যুবদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়ে একটি তথ্যবহুল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। প্রেজেন্টেশনে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্য ও সার্বিক যুবকার্যক্রমসহ দেশের বিশাল যুবগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে অধিদপ্তরের বর্তমান কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ ও অর্জনের চিত্র তুলে ধরা হয়।

কর্মকর্তাদের দুর্নীতিমুক্ত থেকে স্বচ্ছতার সাথে যুবদের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরামর্শ প্রদান করেন।

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যুবদের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিমুক্ত থেকে স্বচ্ছতার সাথে যুবদের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যেসব কর্মোপযোগী ট্রেড রয়েছে সেগুলোর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের উপরে গুরুত্বারোপ করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালকের পদ সৃষ্টিসহ বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান অধিদপ্তরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি জানান এ পর্যন্ত ৭৫ লক্ষ ৫ হাজার ১০৪ জন যুবক ও যুবনারীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে,তন্মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ যুবক ও যুবনারী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন। অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব দেশে-বিদেশে সম্মানজনক জীবিকায় নিযুক্ত হয়েছেন।

সবশেষে তিনি উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল ও সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল

যুববার্তা ডেস্ক

১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বিশেষ সভায় অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলায় ১৯৬৬ সালের ১২ জানুয়ারি এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, লেখক, ঔপন্যাসিক, রাজনীতি-বিশ্লেষক, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও কলামিস্ট। তিনি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন।

অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে স্নাতক ও ১৯৮৭ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৯৯ সালে সোয়াস (স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ) ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে তিনি পিএইচডি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে জার্মানির বন শহরের এনভায়রনমেন্টাল ল সেন্টার থেকে তিনি পোস্ট ডক্টরেট ফেলোশিপ অর্জন করেন। তিনি স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে একজন কমনওয়েলথ ফেলো হিসেবেও কাজ করেছেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের আগে ১৯৯১ সাল থেকে আসিফ নজরুল একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বিচিত্রায় প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করতেন। পরে বিচিত্রার উত্তরসূরি সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রদায়ক সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি কিছু সময় বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মকর্তা (ম্যাজিস্ট্রেট) হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক।

৪৮ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪র্থ ব্যাচের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

৪৮ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪র্থ ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মোঃ মাহবুব-উল-আলম, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৫ই অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখ জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে "দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্ম প্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত ৪৮ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪র্থ ব্যাচের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভবিষ্যতে যোগাযোগের জন্য তিনি ডাটাবেইজ তৈরির পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, সরকার ইচ্ছা করলেই সকলকে চাকরিতে নিয়োজিত করতে পারবে না। সেজন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মী হতে হবে।

যুব প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভবিষ্যতে যোগাযোগের জন্য ডাটাবেইজ প্রণয়ন জরুরি

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) মোঃ ইকবাল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ আবুল হাসান, উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষিত ২ জন এবং ৪র্থ ব্যাচে ভর্তিকৃত ২ জন প্রশিক্ষণার্থী অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ মানিকহার রহমান, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শামীমা আকতার, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর ঢাকা জেলা কার্যালয় পরিদর্শন

ঢাকা জেলা কর্তৃক আয়োজিত জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন), যুগ্মসচিব এম এ আখের ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আজমুল হক

যুববার্তা ডেস্ক

মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে সচিব-এর মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহ পরিদর্শন সর্বদাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে একদিকে দাপ্তরিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্যদিকে সেবার মানোন্নয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হয়। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঢাকা জেলার উপপরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি "শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। তিনি জাতি গঠনে যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব বিকাশ ও

দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অধিদপ্তরের করণীয় বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া সচিব গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকাসহ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার যুগ্মসচিব মোঃ আজমুল হক।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব এম এ আখের। অতঃপর সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম আত্মকর্মী যুবদের তৈরি বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। তিনি যুব উদ্যোক্তাদের সৃজনশীলতা, পরিশ্রম এবং আত্মনির্ভরশীলতার প্রশংসা করেন এবং তাদের সাফল্য সমাজের অপরাপর কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

দক্ষতা নবায়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-২০২৫

যুববার্তা ডেস্ক

কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাগত মানোন্নয়ন এবং দায়িত্বশীল প্রশাসনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের উদ্যোগে মহাপরিচালকের কার্যালয়ের ৫৯ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণে কক্সবাজারে "দক্ষতা নবায়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-২০২৫" ১৮ নভেম্বর হতে ২২ নভেম্বর পাঁচদিন মেয়াদী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন এম, এ আখের (যুগ্ম-সচিব) পরিচালক (প্রশাসন)। প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্রে পেশাগত ও আচরণগত দক্ষতা বৃদ্ধি সরকারি শিষ্টাচার ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন, সেবামুখী মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, দলগত কাজ ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনসহ উন্নয়ন কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, দক্ষতা নবায়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-২০২৫ একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। এ ধরণের প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হলে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও সেবার মান আরোও উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্য বলেন- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ সরকারি আচরণবিধি ও পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কে বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণটি কর্মচারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দক্ষ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জনবলই যুব উন্নয়নের প্রধান শক্তি

যুব উন্নয়ন একাডেমি সাভারে ১৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব উল আলম। উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেন, "দক্ষ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জনবলই যুব উন্নয়নের প্রধান শক্তি"। তিনি দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও জনমুখী করার আহ্বান জানান। সরকারি সেবা ব্যবস্থায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সচিব মাহবুব-উল-আলম বলেন, "বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ" একজন কর্মকর্তার পেশাগত জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। এই ভিত্তি যত মজবুত হবে, জনগণকে দেওয়া সেবার মান তত উন্নত হবে। তিনি আরও বলেন, প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান কাগজে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না; তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমেই এর সার্থকতা প্রমাণিত হবে। যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে দেশপ্রেম, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণের সময়, ব্যয় ও ভোগান্তি কমানোই আধুনিক ও জনবান্ধব প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, "বুনিয়াদি প্রশিক্ষনে শৃঙ্খলা ও পেশাগত আচরণ রপ্ত না হলে মাঠপর্যায়ে কাঙ্খিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়"। তিনি আরও বলেন, যুব উন্নয়ন একাডেমিকে গবেষণা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (যুব অনুবিভাগ) ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন বলেন, "নেতৃত্ব মানে শুধু পদ নয়, নেতৃত্ব মানে দক্ষতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা"। তিনি উল্লেখ করেন, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের এই সময়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ননের সুযোগ হাতছাড়া হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের তার বক্তব্যে বলেন, "প্রশিক্ষণ ব্যবহার সম্পসারণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন একাডেমি ধীরে ধীরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যাকলগ কাটিয়ে উঠছে"। তিনি আরও বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কর্মজীবনে শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (যুব অনুবিভাগ) ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন। যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সেলিম খান সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ৪ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখ ভার্চুয়ালি জুম প্লাটফর্মে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। যুব কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সচিব মহোদয় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট হতে যুব কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের অভিজ্ঞতাগুলো জেনে তিনি সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম সম্পাদনে তাঁর পরামর্শ ও করণীয় তুলে ধরেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। উক্ত সভায় মহাপরিচালকের কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ৬৪ জেলার উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন একাডেমি,সাভার এর অধ্যক্ষ এবং ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর/ ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরগণ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক লার্নিং সেশন অনুষ্ঠিত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক লার্নিং সেশনে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুববার্তা ডেস্ক

১৫ ই অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেরন কক্ষেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক লার্নিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক লার্নিং সেশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। মহাপরিচালক মহোদয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এসইও এক্সপ্যাট বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রকল্প পরিচালক আতিকুর রহমান ও হেড অফ এইচআর মোশারফ হোসাইন যুবদের ব্যবহার উপযোগী AI টুলসগুলোর পরিচিতি ও ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

National Database of The Youth Organizations প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

২৭শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে National Database of The Youth Organizations এর এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম এ আখের (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন), ডা. মুহাম্মদ মুনীর হোসেন, প্রোগ্রাম অ্যানালিস্ট (A & Y), ইউএনএফপিএ, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাজী মোখলেছুর রহমান, (যুগ্মসচিব) প্রকল্প পরিচালক, LSEYTC SNYP প্রকল্প, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

National Database of The Youth Organizations এর প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু শাসনের অগ্রগতির জন্য সংলাপ বিষয়ক কর্মশালায় পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন)

যুববার্তা ডেস্ক

পরিবেশগত টেকসই এবং জলবায়ু সমর্থন নিয়ে কাজ করা এনজিও, দ্য আর্থ "বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু শাসনের অগ্রগতির জন্য সংলাপ" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় যুব নেতৃত্ব, জলবায়ু কর্মী, নীতিনির্ধারক এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক জলবায়ু শাসনকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করার জন্য একত্রিত হন। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুবদের ভূমিকা সম্পর্কে অর্থবহ বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে যুবসমাজ, জলবায়ু সমাধান ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, উদ্ভাবন এবং সংকল্প নিয়ে তরুণরা এগিয়ে এসেছে। যুবসমাজ আজ গৃহীত জলবায়ু সিদ্ধান্তের ভবিষ্যতের প্রভাব উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে; সুতরাং, তাদের অন্তর্ভুক্তি ঐচ্ছিক নয় বরং অপরিহার্য। যুব-নেতৃত্বাধীন প্রচার প্রচারণাগুলি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু সমস্যাগুলিকে জাতীয় মূলধারার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেন, যুবদের ডিজিটালি ক্ষমতায়ন করা দরকার। প্রযুক্তি এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগিয়ে, তরুণ কর্মীরা সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করতে, জনমতকে প্রভাবিত করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যুবদের সম্পৃক্ততা টেকসই করার জন্য সরকার এবং এনজিওগুলিকে নীতি নির্ধারণে যুবদের অংশগ্রহণের জন্য কাঠামোগত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। তিনি যুব ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ, নেতৃত্বের সুযোগ প্রদান এবং জলবায়ু মোকাবিলায় তরুণদের সমান অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের আহ্বান জানান।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও উইনরক ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও উইনরক ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ দীপ্তা রক্ষিত

যুববার্তা ডেস্ক

মানব পাচার থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর 'আশ্বাস' প্রকল্পের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। এই চুক্তির অধীনে, উইনরক ইন্টারন্যাশনালের 'আশ্বাস' প্রকল্পের সহায়তায় অবৈধভাবে পাচার থেকে উদ্ধারকৃত তরুণ-তরুণীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উইনরক ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ দীপ্তা রক্ষিত। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা পাচার থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারব, যা তাদের টেকসই পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের যুবশক্তিকে দক্ষ করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উইনরকের সাথে এই অংশীদারিত্ব প্রান্তিক ও ক্ষতিগ্রস্ত যুবদের স্বাবলম্বী হওয়ার নতুন পথ দেখাবে।

অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও উইনরক ইন্টারন্যাশনালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী আগামী দিনগুলোতে দেশের বিভিন্ন জেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে।

' এসিআর ' সপ্তাহ উদ্বোধন করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

এসিআর সপ্তাহ পালিত

যুববার্তা ডেস্ক

প্রতিবছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ 'বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার কাছে প্রমাণসহ জমা দিয়ে প্রতিস্বাক্ষরকারী বরারব অগ্রায়ণপত্র প্রেরণ করতে হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সাত দিনব্যাপী এসিআর সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ ডিসেম্বর যুব ভবনে এর উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব এম এ আখের বলেন যে, একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য এসিআর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ 'বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার কাছে প্রমাণসহ জমা দিয়ে প্রতিস্বাক্ষরকারী বরাবর অগ্রায়ণপত্র প্রেরণ করতে হয়। অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তারা ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ৩১ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুবেদন ও প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক যথাযথ কর্মকর্তা বা দপ্তরে প্রেরণ করবেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে এ সি আর পাঠানোর একটি অনুলিপি দিবেন। এতে কোনো পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাই নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তেমনি তার অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারীও এ সি আর প্রণয়ন বা অনুবেদন/ প্রতিস্বাক্ষরের জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন। এসিআর সপ্তাহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরিচালক পদে যোগদান

যুববার্তা ডেস্ক

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব (পরিচিতি নং- ১৫৬৮৭) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক (পরিকল্পনা) পদে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. যোগদান করেন। তিনি ইতোপূর্বে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার ২৪ তম ব্যাচের কর্মকর্তা।

প্রকল্প পরিচালক পদে যোগদান

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন-২) মোঃ আতিকুর রহমান কে "তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।

তিনি ৩০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. প্রকল্প পরিচালক পদে যোগদান করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন' ২০০৯ এর বিধিমালা প্রবিধিমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

২৪ শে ডিসেম্বর' ২০২৫ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দিনব্যাপী যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এম এ আখের পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান কার্যালয়ের মনোনীত ৫০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনের পর সূচনা পর্বে যুব অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা সম্পর্কে আলোচনা করে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। এ পর্যায়ে তথ্য প্রদান কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মাজহারুল হক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রাপ্তির কৌশল/ হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অনুষঙ্গ হলো তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)। আইনের সুষ্ঠ বাস্তবায়নে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে এবং অভিযোগ প্রতিকারে সংশ্লিষ্টদের আরো আন্তরিক হতে হবে।

তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকারি - বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জনগণের অবাধ তথ্য প্রবেশাধিকারে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের উপর নাগরিকদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৫ টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ও বগুড়া আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের নাম পরিবর্তনপূর্বক নিম্নরূপ নতুন নামকরণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন একাডেমি-ঢাকা, আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন একাডেমি-রাজশাহী, আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন একাডেমি- সিলেট, আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন একাডেমি - যশোর ও আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন একাডেমি - বগুড়া।

যুববার্তায় লেখা পাঠান

আপনার জেলা ও উপজেলার যুব কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ফিচার, রিপোর্ট ও বিশেষ নিবন্ধ লিখে পাঠান অনধিক ৪০০ শব্দে। নির্বাচিত লেখাগুলো নাম ও পরিচয়সহ প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও ভালো মানের ছবিসহ লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়-

প্রকাশনা শাখা
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
অথবা ই-মেইল করুন
ddpublication@dyd.gov.bd

ভোলা জেলায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

ভোলায় আত্মকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুববার্তা ডেস্ক

১৯ শে অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখ ভোলা জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। "প্রযুক্তি নির্ভর যুব শক্তি বহুপাক্ষিক অংশিদারিত্বে অগ্রগতি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভোলায় যুব প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় বক্তব্যে বলেন "১৯৮১ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৭৫ লক্ষ বেকার যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভোলা জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ রোকন উদ্দিন ভুঁইয়ার স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপপরিচালক বলেন, দেশের যুবশক্তিকে প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে যত প্রকার সহযোগিতা প্রয়োজন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তার সবই দেয়া হচ্ছে।

ভোলার জেলা স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তালহা তালুকদার বাঁধন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভোলা সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও বেশ কয়েকজন আত্মকর্মী ও যুবসংগঠক।

ভোলা জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ সেলিমুল ইসলাম, ভোলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেপুটি কো অর্ডিনেটর রাজিয়া খাতুন, ভোলার সহকারী পরিচালক মোকাদ্দেস আলী, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার তুষার কান্তি দে, চরফ্যাশন উপজেলা কর্মকর্তা ফিদা হাসানসহ সকল কর্মকর্তা ও সকল প্রশিক্ষকগণ।

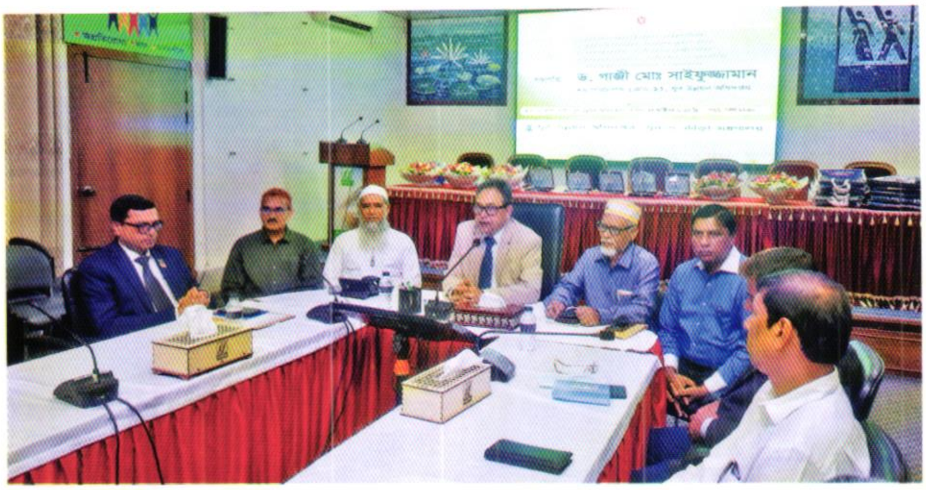

সরকারি চাকুরি হতে অবসর জনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

০৪ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারীর অবসরজনিত সংবর্ধনা

যুববার্তা ডেস্ক

১৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ৪ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীর সরকারি চাকরি থেকে পি আর এল-এ গমণের কারণে অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ সামসুজ্জামান ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে এরিয়া ম্যানেজার, সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সালেহ উদ্দিন আহমেদ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি মহাপরিচালকের কার্যালয়ে উপপরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার পূর্বে তিনি সহকারী পরিচালক পদে মাঠ পর্যায়ে ও মহাপরিচালকের কার্যালয়ে চাকরি করেছেন। সহকারী পরিচালক মোঃ মাহবুব আলম খান ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. এবং মোঃ গজনবী খান, ০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমন করেন। উভয়ই মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘদিন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে ও পরবর্তীতে মহাপরিচালকের কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ কুদ্দুছ আলী ০২ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত কেয়ার টেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘ কর্মজীবনের অবদানের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁদের অবসর উত্তর জীবনের সার্বিক মঙ্গল ও সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে ০৪ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারীর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোঃ সেলিমুল ইসলাম, উপপরিচালক (প্রশাসন-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

বিভিন্ন পদে পদোন্নতি ও পদায়ন

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০.০০০.০৫১.১২. ০০০৯. ২৫. ২৬৮ তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং) মিজ দেওয়ান ফাতেমা নার্গিসকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নোয়াখালী জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়। একই সাথে তাঁকে EARN প্রকল্পে কাজ করার লক্ষ্যে মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সংযুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষক (মৎস্য) থেকে সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক রুপক কুমার বড়ুয়াকে রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয় হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বান্দরবান, রতনচন্দ্র কর্মকারকে ঝালকাঠি জেলা কার্যালয় হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল পদায়ন করা হয়েছে।

উইং-শাখা রদবদল

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের পরিচালক, যুগ্মসচিব প্রিয়সিন্ধু তালুকদারকে সিড ফাইন্যান্সিং উইং হতে প্রশিক্ষণ উইং, পরিচালক এ,কে, এম মফিজুল ইসলামকে প্রশিক্ষণ উইং হতে সিড ফাইন্যান্সিং উইং, উপপরিচালক মোঃ শাহীনূর রহমানকে পরিকল্পনা উইং হতে সিড ফাইন্যান্সিং উইং, উপপরিচালক মরিয়ম আক্তারকে সিড ফাইন্যান্সিং উইং হতে পরিকল্পনা উইং, সহকারী পরিচালক মোঃ মাজহারুল হককে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইং হতে প্রশাসন অধিশাখা-২, প্রশাসন উইং, সহকারী পরিচালক মোঃ হাসিনুর রহমান কে প্রশিক্ষণ উইং হতে পরিকল্পনা উইং, সহকারী পরিচালক অঞ্জলী রানী হাওলাদারকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইং হতে প্রশিক্ষণ উইং, সদ্যযোগদানকৃত সহকারী পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম শেখকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইং, সহকারী পরিচালক নাজমুলকে পরিকল্পনা উইং হতে প্রশাসন-১ অধিশাখা, প্রশাসন উইং এ ন্যস্ত করা হয়।

নব যোগদানকৃত জেলা ক্রীড়া অফিসারগণের ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণের জন্য যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও নব যোগদানকৃত জেলা ক্রীড়া অফিসারগণের মাঝে শুভেচ্ছা বিনিময়

যুববার্তা ডেস্ক

নব যোগদানকৃত জেলা ক্রীড়া অফিসারগণের ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণের জন্য যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা ৬ই অক্টোবর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। সভাপতি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালকগণ উইংভিত্তিক যুব কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব ও নবনিযুক্ত প্রভাষকদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতায় শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের নবনিযুক্ত প্রভাষকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতায় শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগদানকৃত ০৮ জন প্রভাষককে যুব কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা ১৫ ই ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখ যুব ভবনে পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব এম এ আখের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এম এ আখের জানান, শারীরিক শিক্ষা মানবজীবনের সার্বিক বিকাশে এক অপরিহার্য উপাদান। শারীরিক সুস্থতা, মানসিক দৃঢ়তা, নৈতিকতা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সহনশীলতা, দলগত মনোভাব ও ইতিবাচক জীবনধারা গড়ে তুলতে শারীরিক শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহ দেশের শারীরিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নবনিযুক্ত প্রভাষকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম এর নির্দেশনাক্রমে এ ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত প্রভাষকদের যুব কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর ব্রিফ পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্ট করা হয়। উক্ত ব্রিফিংয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যুব সমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, যুব ঋণ কার্যক্রম, যুব সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রম, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন চলমান প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব সমাজকে মাদক, সন্ত্রাস ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখার উদ্যোগসমূহ তুলে ধরা হয়। শারীরিক শিক্ষা ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, যা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নেতৃত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

এই সংযুক্তি ও ব্রিফিং কার্যক্রম নবনিযুক্ত প্রভাষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যুব উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে তারা শারীরিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

'GEMS' অ্যাপ্লিকেশনে তথ্য সংযোজন শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

৩রা নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'GEMS' অ্যাপলিকেশনে তথ্য সংযোজন শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ প্রশিক্ষণ সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ তথ্য পূরণের জন্য সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালযের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) মোঃ ইকবাল হোসেন। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে স্বশরীরে এবং মাঠ পর্যায়ের ৬৪ জেলার উপপরিচালক ও ৬৪ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর/ ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর অনলাইন জুম প্লাটফর্মে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

GEMS বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব, এম এ আখের।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের ষাট ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ ২৬শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা ২০১৮ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীগণকে বিধি বিধান জেনে সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং) প্রিয়সিন্ধু তালুকদার সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি, শৃংখলা ও আপিল বিধিমালা ১৯৭৯ ও রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জ্যেষ্ঠতা ও পদন্নোতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এম এ আখের, পরিচালক (প্রশাসন) প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ষাট ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

মোঃ আঃ হামিদ খান, পরিচালক (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও যুবসংগঠন) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভাগীয় মামলা তদন্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এ কে এম মফিজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) অনলাইনে আয়কর ফরম পূরণ ও আয়কর জমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করেন শাহ মোঃ আরিফুর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনে পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের

যুববার্তা ডেস্ক

পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক (৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প) এম এ আখের ২৫ শে নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখ গাজীপুর জেলায় যুব কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জেলার উপপরিচালক অলকা প্রভা দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের জানান, বর্তমানে "৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের তরুণদের প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা উন্নয়নের একটি নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি দেশের ৭১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬৫টি এলডিসি ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি।

ইন্টারনেট সংযুক্ত এসব ডিসপ্লে ব্যবহার করে প্রতিটি কেন্দ্রে ইউটিউবসহ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সর্বশেষ ও প্রয়োজনীয় ভিডিও

গাজীপুর জেলায় যুব কার্যক্রম পদির্শনকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের

কনটেন্ট প্রদর্শন করা হচ্ছে।

এতে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ের আধুনিক প্রযুক্তি, হালনাগাদ পদ্ধতি ও বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারছেন। শিক্ষণ-পদ্ধতিতেও এসেছে দৃশ্যমান পরিবর্তন। একদিকে প্রশিক্ষকদের শেখানো সহজ হয়েছে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আধুনিক ও স্মার্ট হয়েছে। অন্যদিকে প্রশিক্ষণার্থীর শেখার আগ্রহ ও মনোযোগ বহুগুণ বেড়ে গেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পদে বদলী-রদবদল

যুববার্তা ডেস্ক

উপপরিচালক পদে বদলী: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমানকে "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট) - ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এ সংযুক্ত করা হয়। উপপরিচালক রেবেকা সুলতানা ফেণী জেলা কার্যালয় হতে মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা, উপপরিচালক সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ হাছান আলী কে চাঁদপুর হতে ফেনী, উপরিচালক এ, টি এম গোলাম মাহবুব কে সিরাজগঞ্জ হতে নাটোর বদলী এ করা হয়েছে।

কো-অর্ডিনেটর পদে বদলী: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কো-অর্ডিনেটর মোঃ আবুল কাশেম কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর এ বদলী করা হয়েছে।

ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে বদলী: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মোঃ শওকত ওসমান শামীম কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ, মোঃ আইয়ুব আলী কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাবনা, আবু তাহের মোঃ রাকিব কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর, মোঃ আব্দুল কাদের কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর এ বদলী করা হয়েছে।

সহকারী পরিচালক পদে বদলী: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ কে উপপরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা হতে ফেনী, সাইফ উদ্দিন আহমেদ কে ফেনী হতে কুমিল্লা, এম, এম, সাইফুল আলম কে নড়াইল হতে সাতক্ষীরা, মোঃ নজরুল ইসলাম শেখ কে মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা, ই,আ,ম মাসুদ মজুমদার কে নারায়ণগঞ্জ হতে মুন্সিগঞ্জ এ বদলী করা হয়েছে।

সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে বদলী: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন) গাজী মোহাম্মদ আমির হোসেন কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হবিগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) মোঃ মশিউর রহমান কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গাইবান্ধা, কাজী সৈয়দ তৈমুর কবির কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জয়পুরহাট, মোঃ মাহমুদ আলম কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মেহেরপুর হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলফামারী, রীতা রানী গোপ কে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ হতে উপপরিচালকের কার্যালয় ঢাকা (সংযুক্ত) সৈয়দা শাম্মী আক্তার কে সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন), যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী, (উপপরিচালকের কার্যালয় ঢাকায় সংযুক্ত) হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী, (মূল কর্মস্থল) আমেনা খাতুন কে সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য), মুন্সিগঞ্জ (সংযুক্তি: নারায়ণগঞ্জ) বিমান বড়ুয়া কে সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বান্দবান হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফেনী, বদলী করা হয়েছে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে বদলী: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শেখ মোঃ নওশের আলী কে ধানমণ্ডি ইউনিট থানা, ঢাকা হতে ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, মোঃ ইসলাম আল হাদী কে ধামরাই, ঢাকা হতে দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ, মোঃ রেজাউল করিম কে রূপগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ হতে মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, মোঃ আনিচুর রহমান কে হরিনাকুণ্ড, ঝিনাইদহ হতে অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, মোঃ মিজানুর রহমান কে সদর, ঝিনাইদহ হতে মদন, নেত্রকোনা, মোঃ আমিনুল ইসলাম কে কালাই, জয়পুরহাট হতে পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা, মোঃ মাহবুব আলম সরকার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট হতে ওসমানীনগর, সিলেট, শামীমা আখতার কে আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা হতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা, পুলক কুমার সিকদার কে কলারোয়া, সাতক্ষীরা হতে মনিরামপুর, যশোর, মোহাঃ রেজাউল হক কে মনিরামপুর, যশোর হতে কলারোয়া, সাতক্ষীরা, মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার কে ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ হতে আগৈরঝড়া, বরিশাল মোঃ আককাস উদ্দিন চৌধুরী কে দৌলতপুর কুষ্টিয়া, হতে বালিয়াকান্দি রাজবাড়ী, সাধন কুমার সাহা কে পাটগ্রাম লালমনিরহাট হতে কালীগঞ্জ লালমনিরহাট, নাজিয়া শামস্ কে গাবতলী, বগুড়া হতে ধানমন্ডি ইউনিট থানা ঢাকা, মোঃ আহসানুল হাবীব কে দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর হতে মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ বদলী করা হয়েছে।

শোক বার্তা

মোহাম্মদ আজাদ হোসেন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষক (কম্পিউটার) মোহাম্মদ আজাদ হোসেন তালুকদার ৪ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখ নিজ বাসভবনে হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও কন্যাসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

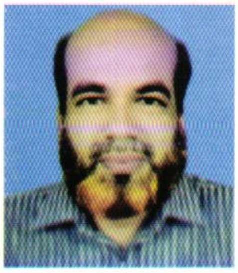

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়াধীন সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আবুল কালাম আজাদ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ২৯ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর ১০ মাস। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ আব্দুর রশিদ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দিনাজপুর জেলা কার্যালয়াধীন বোচাগঞ্জ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অফিস সহায়ক মোঃ আব্দুর রশিদ ২৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. দিনাজপুর মেডিকেল হাসপাতালে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর ০৩ মাস। তিনি তিন পুত্রসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

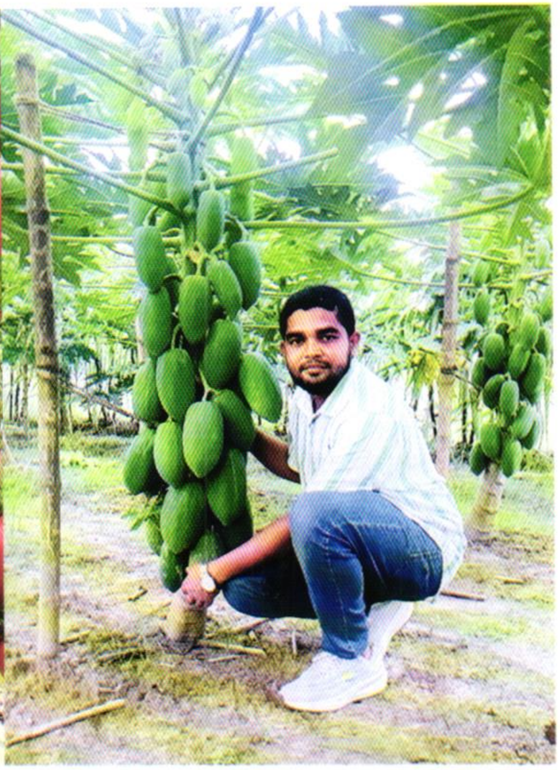

সফল আত্মকর্মী
মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম

মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম ১৯৯৭ সালে বগুড়া জেলাধীন ধনুট উপজেলার বেড়ের বাড়ী গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০১০ সাল থেকে ছাত্রাবস্থায় উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। বাবা দরিদ্র কৃষক হওয়ায় তাকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারেননি। কিন্তু তিনি দমে থাকেননি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের নিকট হতে আর্থিক সহযোগিতা এবং তার মাটির ব্যাংকে জমানো ১৬ হাজার টাকা দিয়ে নিজেদের ১টি ছোট পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষ শুরু করেন। মাছ চাষে লাভবান হতে না পারায় অনেকেই তাকে নিয়ে ঠাট্টা, বিদ্রুপ ও উপহাস করতে থাকে। কারো কথায় কান না দিয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। প্রশিক্ষিত যুব বন্ধুর পরামর্শে ২০১৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া জেলা কার্যালয় হতে ১ মাসের মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে আরও ১টি পুকুর লিজ নিয়ে নতুন উদ্যোগে মাছ চাষ শুরু করেন। পরিশ্রম, মেধা আর সততার সমন্বয়ে তার প্রকল্পে সফলতা আসতে থাকে। প্রকল্প হতে অর্জিত লাভের টাকা দিয়ে তিনি প্রকল্প সম্প্রসারণের চিন্তা করেন। বর্তমানে তিনি ১০ একর আয়তনের ৯টি পুকুরে মাছ চাষ করছেন। এছাড়াও তিনি কৃষির উন্নয়নে সমন্বিত কৃষি বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সবজি চাষ, নার্সারি, জৈব সার তৈরি ও গরু মোটতাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে "গ্রীন ওয়ান" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন।

বর্তমানে তাঁর প্রকল্পের মূলধনের পরিমান ৮ কোটি ১৪ লাখ ৬৯ হাজার ৭২০ টাকা। তাঁর বার্ষিক নিট আয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

বর্তমানে বগুড়া জেলার ধনুট ও শাজাহানপুর উপজেলার ৭টি ইউনিটে কৃষির মোট ১০টি সেক্টরে (১) গ্রীন ফিসারিজ (২) গ্রীন এগ্রো ফার্ম (৩) গ্রীন গার্ডেনিং সার্ভিস (৪) গ্রীন অর্গানিক ফার্টিলাইজার, (৫) গ্রীন অর্গানিক ল্যাবরেটরি (৬) গ্রীন ওয়ান সীড (৭) গ্রীন নার্সারী (৮) গ্রীন মাশরুম (৯) গ্রীন এ্যানিমেল হাসবেন্ড ও (১০) গ্রীন যুব ফাউন্ডেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। বর্তমানে তাঁর প্রকল্পের মূলধনের পরিমান ৮ কোটি ১৪ লাখ ৬৯ হাজার ৭২০ টাকা। তাঁর বার্ষিক নিট আয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম এর গ্রীন ওয়ান প্রকল্পে ৫০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রতিদিনই এলাকার অনেক কর্ম প্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবা, বৃক্ষরোপণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ, ধূমপান ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম, শিশু স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, ইভ টিজিং প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ নানা সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাঁর সফলতায় স্থানীয় সমাজের অপরাপর যুবরাও নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্প স্থাপন করছেন। সফল আত্মকর্মী রেজওয়ান এখন যুব সমাজের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।